ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে টমেটো ও বেগুন উৎপাদন Publication No. fldr. 1/2005- 2006
ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে টমেটো ও বেগুন উৎপাদন Publication No. fldr. 1/2005- 2006

ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে বেগুন উৎপাদন

সুবিধাসমূহ

- ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে প্রতি প্রতি হেক্টরে ৭০-৭৫ টন বেগুন এবং ৯০-৯৫ টন শীতকালীন এবং ৩৫-৪০ টন গ্রীষ্মকালীন টমেটো উৎপাদন করা সম্ভব।
- প্রচলিত পদ্ধতি অপেক্ষা এ পদ্ধতিতে শতকরা ২৮-৩১ ভাগ ফলন বেশি পাওয়া যায়।
- এ পদ্ধতিতে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে শতকরা ৪৫-৫৫ ভাগ ইউরিয়া ও পটাশ সার কম লাগে।
- প্রচলিত ফারো এবং প্লাবন সেচ পদ্ধতি অপেক্ষা এ পদ্ধতিতে শতকরা প্রায় ৪৫-৪৮ ভাগ পানি কম লাগে।
- প্লাবন বা ফানেরা সেচ পদ্ধতি অপেক্ষা এ পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়াজনিত নুঁয়ে পড়া রোগ এর বিস্তার কম হয়।
- প্রচলিত ফারো পদ্ধতিতে টমেটো এবং বেগুন চাষ করলে হেক্টর প্রতি নীট মুনাফা ৭০,০০০-৭৫,০০০ এবং ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করলে নীট মুনাফা শীতকালীন টমেটোর চেয়ে ২.০-২.৫ গুণ বেশি পাওয়া যায়।

- শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন টমেটো, বেগুন, ফুলকপি, বাঁমাকপি, পেঁপে, পেয়ারা, আম ও কাঁঠালসহ যাবতীয় ফল বাগানে এ প্রযুক্তি অধিকাতর কার্যকর।
- খরাপীড়িত ও সেচ সংকট এলাকা, লবণাক্ত অঞ্চল এবং পাহাড়ী অঞ্চল যেখানে সেচের পানির অভাব, সেখানে ড্রিপ সেচ পদ্ধতি খুবই উপযোগী।
- বর্তমানে এ উন্নত পদ্ধতি যাবতীয় উপকরণ স্থানীয়ভাবে তৈরি করা হয়।
- বাসার ছাদের উপর সব্জি/ফল চাষের জন্য এই পদ্ধতি খুবই উপযোগী।
- প্রতি ৫ (পাঁচ) শতক জমির ফসলের জন্য এই পদ্ধতিতে সেচের খরচ হয় বছরে ৮০০-৯০০ টাকা।

কারিগরি সহযোগিতায়

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর।
টেলিফোন ঃ+৮৮-০২-৪৯২৬১৫১২
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৫৭০৪৬১

মুদ্রণেঃ বাইশা প্রিন্টিং প্রেস

দোকান নং-৫০০/৫০১, লেনঃ ৮
বাকুশাহ মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
মোবাইলঃ ০১৮১৮-৮০৫২৪৫

ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে টমেটো ও বেগুন উৎপাদন

সম্পাদনায়

ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক আকন্দ, সিএসও, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম, প্রাক্তন পরিচালক (গবেষণা উইং) বারি, গাজীপুর।

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১।

ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে টমেটো ও বেগুন উৎপাদন Publication No. fldr. 1/2005- 2006
ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে টমেটো ও বেগুন উৎপাদন Publication No. fldr. 1/2005- 2006

ভূমিকা

ফার্টিগেশন বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন সেচ প্রযুক্তি। এতে পানির সাথে রাসায়নিক সার মিশিয়ে ফসলে প্রয়োগ করা হয়। কেবলমাত্র পানিতে দ্রবণীয় সার যেমন-ইউরিয়া, পটাশ ইত্যাদি ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়। ফলে ফসলের জমিতে সেচ এবং সার একই সঙ্গে প্রয়োগ করা যায়। প্রতি ১৪০ লিটার পানিতে ১ কেজি সার মিশাতে হয়। সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিজ্ঞানীর গত কয়েক বৎসর যাবত উদ্যানেতত্ত্ব ফসলের উপর এ পদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভাল ফল পেয়েছেন।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ

১। পানির ট্যাংক

প্লাষ্টিক বা টিনর তৈরি অথবা মবিলের ড্রাম পানির ট্যাংক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। প্রতি ৫ (পাঁচ) শতাংশ জমিতে সেচ দেয়ার জনা ১৭৫-২০০ লিটার ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ট্যাংকের প্রয়োজন হয়। প্রতিটি ট্যাংকের দাম বাজারে ৪০০-৪৫০ টাকা। প্রতিটি পানির ট্যাংক মাটি হতে নূন্যতম ৩ ফুট উচ্চতায় স্থাপন করতে বাঁশের ৪টি খুঁটি এবং আড়াআড়ি বাঁশের সাপোর্ট প্রয়োজন হয়।

২। পানির ট্যাপ

পানির ট্যাংক হতে মেইন লাইনে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়। পিভিসির তৈরি। প্রতিটির দাম ২০-২৫ টাকা।

৩। ছাকনি

পানিতে ময়লা থাকলে তা ছাঁকার কাজে ব্যবহৃত হয়। প্লাষ্টিকের তৈরি। প্রতিটির দাম ২০-২২ টাকা।

৪। টি

পিভিসির তৈরি। প্রতিটির দাম ৩০-৩২ টাকা।

ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে বেগুন উৎপাদন

ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে শীতকালীন টমেটো উৎপাদন

ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো উৎপাদন

৫। মেইন লাইন

৩/৪ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট পিভিসি পাইপ। প্রতি ফুটের দাম ৪.৫০-৫.০০ টাকা।

৬। সাব মেইন

১/২ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট পিভিসি পাইপ। প্রতি ফুটের দাম ৭.০০-৭.৫০ টাকা।

৭। জয়েন্টার

মেইন লাইন ও সাব লাইনের মধ্যে সংযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। পিভিসির তৈরি। প্রতিটির দাম ২০২৫ টাকা।

৮। মাইক্রোটিউব

০.২৫ মি.মি. ব্যাসের প্লাষ্টিক পাইপ। প্রতি ফুটের দাম ১.০০-১.৫০ টাকা।

৯। কানেক্টর

মাইক্রোটিউব ও সাব লাইনের সংযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। পিভিসির তৈরি। দাম প্রতিটি ২ টাকা।

১০। ড্রিপার

গাছের গোড়ায় ফোঁটায় ফোঁটায় পানি দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। পিভিসির তৈরি। দাম প্রতিটি ২ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান

ড্রিপার, কানেক্টর, জয়েন্টার ও টি ইত্যাদি পিন্টু মেশিনারীজ, মদন পাল লেন, নবাবপুর, ঢাকা এই ঠিকানায় এবং অন্যান্য উপকরণাদি দেশের যে কোন অঞ্চলের স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায়।

খোকন, নবাবপুর, ঢাকা। মোবাইল নং ০১৭১১১২৮১৯৯